কালবেলা

28 JUL 2026

নতুন করে আরও ৬৭টি প্রতিষ্ঠানকে
৮,৮০০ টন চাল রপ্তানির অনুমতি

দুই দফায় ২৭৮টি প্রতিষ্ঠানকে
৪৫ হাজার টন চাল রপ্তানির অনুমোদন

গত এক মাসে দাম বেড়েছে
কেজিপ্রতি ৫০ টাকার বেশি

# দেশে বাড়ছে দাম তবুও সুগন্ধি চালের রপ্তানির অনুমোদন

## ১০ শর্ত আরোপ

রোকন উদ্দীন ▸▸

দুই মাস ধরে দেশের বাজারে বাড়ছে সুগন্ধি বা পোলাও চালের দাম। এ সময় কেজিপ্রতি ৫০ টাকার বেশি বেড়েছে। যে ধান থেকে এই চাল উৎপাদন হয় তার মৌসুম আসতে এখনো বাকি তিন থেকে চার মাস। গত মৌসুমের ধানের মজুতও প্রায় শেষের দিকে। তারপরও দফায় দফায় দেওয়া হচ্ছে সুগন্ধি চালের রপ্তানি অনুমোদন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নতুন করে আরও ৮ হাজার ৮০০ টন সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছে। চলতি মাসের মাঝামাঝিতে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। ৬৭টি প্রতিষ্ঠানকে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন পরিমাণে সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

এর আগে, গত মে মাসে একই শর্তে দেশের ২১১টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৩৬ হাজার ৫২০ টন সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমতি দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। ওইসব প্রতিষ্ঠানকেও আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রপ্তানির সময় দেওয়া হয়। সে হিসাবে দুই দফায় মোট ২৭৮টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪৫ হাজার ৩২০ টন সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই শেষে প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি-২ শাখা থেকে গত ১৪ জুলাই এ-সংক্রান্ত একটি নির্দেশ জারি করা হয়।

অনুমোদিত ৬৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এককভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ চাল রপ্তানির অনুমোদন পেয়েছে সিটি অটো রাইস অ্যান্ড ডাল মিলস। প্রতিষ্ঠানটি ৫০০ টন চাল রপ্তানি করবে। এলিন ফুড প্রোডাক্টস ৪০০ টন ও খান অ্যাগ্রো অ্যান্ড ফ্রোজেন ফুড প্রসেসর ৩০০ টন। তালিকায় থাকা বাকি প্রতিষ্ঠানকে ১০০ থেকে ২০০ টন পর্যন্ত চাল রপ্তানির সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই রপ্তানি কার্যক্রম

মাস খানেক আগে দাম বাড়িয়ে কেজিপ্রতি চিনিগুঁড়া চালের দাম ১৮৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়, এখন আরও বাড়িয়ে ২১০ টাকা করা হয়েছে। সুতরাং ব্যবসায়ীরা দাম বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন অজুহাত খোঁজে। রপ্তানিটা তাদের একটি অজুহাত

**এ এইচ এম শফিকুজ্জামান**
*সভাপতি, ক্যাব*

প্রতি চালানের জাহাজীকরণ শেষে রপ্তানি-সংক্রান্ত সব কাগজপত্র মন্ত্রণালয়কে পাঠাতে হবে, ভবিষ্যতে আবেদনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অনুমোদিত পরিমাণের প্রকৃত রপ্তানি তথ্য ও প্রমাণ দাখিল করতে হবে, অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে বেশি চাল রপ্তানি করা যাবে না, প্রতি কেজি চালের সর্বনিম্ন রপ্তানি মূল্য (এফওবি) হবে ১ দশমিক ৬ মার্কিন ডলার, এ অনুমতি হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং কোনোভাবেই সাব কন্টাক দিতে পারবে না, সরকার প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই রপ্তানি অনুমতি বাতিল করতে পারবে এবং রপ্তানিকারককে অবশ্যই পিআরসি দাখিল করতে হবে।

গত ২৬ এপ্রিল এ বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় একটি সুপারিশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আবেদনের কাছ থেকে আবেদনও আসে। অনুমতি দেওয়ার এ তথ্য জানিয়ে মন্ত্রণালয় সম্প্রতি প্রধান আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

শর্ত অনুযায়ী সুগন্ধি চালের সর্বনিম্ন রপ্তানি মূল্য (এফওবি) প্রতি কেজিতে ১ দশমিক ৬ মার্কিন ডলারের কম হতে পারবে না। প্রতি ডলার ১২৪ টাকা ধরে হিসাব করলে বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রতি কেজি চালের রপ্তানি মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ২০০ টাকা। দেশে বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি চাল উৎপাদন হলেও সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় চিনিগুঁড়া চাল। এসব চালের বড় ক্রেতা প্রবাসী বাংলাদেশিরা। ব্যবসায়ীরা জানান, কয়েক মাস আগেও পাইকারি হাজার ৪০০ টাকায় উঠে গেছে। অর্থাৎ এক মাসে চিনিগুঁড়া চালের দাম বেড়েছে ১ হাজার ৯০০ টাকা, দুই মাসে দাম বেড়েছে ৩ হাজার ৯০০ টাকা। দুই মাসে দেশের পাইকারি বাজারে চিনিগুঁড়া চালের কেজিপ্রতি দাম বেড়েছে প্রায় ৭৮ টাকা।

খুচরায় বর্তমানে খোলা চিনিগুঁড়া চাল বিক্রি হচ্ছে ১৯০ থেকে ২১০ টাকা কেজি। এক মাস আগেও এই চালের দাম ছিল ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা। দুই মাস আগে ১৩৫ থেকে ১৫০ টাকা কেজি ছিল। বাসমতি চাল বিক্রি হচ্ছে প্রতিকেজি ৩২০ থেকে ৩৫০ টাকায়, যা এক মাস আগেও কেজিপ্রতি ৫০ টাকা কম ছিল। এ বিষয়ে বাণিজ্য সচিব মো. আতাউর রহমান খানের মোবাইলে কয়েক দফা কল দিলেও তিনি ধরেননি। এসএমএস দিলেও কোনো উত্তর আসেনি।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও কনজ্যুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) সভাপতি এ এইচ এম শফিকুজ্জামান কালবেলাকে বলেন, মাস খানেক আগে দাম বাড়িয়ে কেজিপ্রতি চিনিগুঁড়া চালের দাম ১৮৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়, এখন আরও বাড়িয়ে ২১০ টাকা করা হয়েছে। সুতরাং ব্যবসায়ীরা দাম বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন অজুহাত খোঁজে। রপ্তানিটা তাদের একটি অজুহাত।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১০ থেকে ২০ লাখ টন সুগন্ধি চাল উৎপাদিত হয়। রপ্তানি নীতি আদেশ অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে সব সময়ই চাল রপ্তানি নিষিদ্ধ, তবে সরকারের অনুমতি নিয়ে সুগন্ধি চাল রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। সরকার প্রতি বছরই রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমোদন দিয়ে থাকে।

গত বছর দেশের ১৩৩টি প্রতিষ্ঠানকে সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমতি দিয়েছিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এসব প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৮ হাজার ১৫০ টন চাল রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়, পরে তা বাড়িয়ে ৩১ ডিসেম্বর করা হয়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯-২০ অর্থবছরে সুগন্ধি চাল রপ্তানি করে ২৮ লাখ ৮০ হাজার ডলার আয় হয়েছিল। পরের বছর ২০২০-২১ অর্থবছরে তা

৮,৮০০ টন চাল রপ্তানির অনুমতি

দুই দফায় ২৭৮টি প্রতিষ্ঠানকে ৪৫ হাজার টন চাল রপ্তানির অনুমোদন

গত এক মাসে দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ৫০ টাকার বেশি

# দেশে বাড়ছে দাম তবুও সুগন্ধি চালের রপ্তানির অনুমোদন

## ১০ শর্ত আরোপ

রোকন উদ্দীন ▸▸

দুই মাস ধরে দেশের বাজারে বাড়ছে সুগন্ধি বা পোলাও চালের দাম। এ সময় কেজিপ্রতি ৫০ টাকার বেশি বেড়েছে। যে ধান থেকে এই চাল উৎপাদন হয় তার মৌসুম আসতে এখনো বাকি তিন থেকে চার মাস। গত মৌসুমের ধানের মজুতও প্রায় শেষের দিকে। তারপরও দফায় দফায় দেওয়া হচ্ছে সুগন্ধি চালের রপ্তানি অনুমোদন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নতুন করে আরও ৮ হাজার ৮০০ টন সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছে। চলতি মাসের মাঝামাঝিতে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। ৬৭টি প্রতিষ্ঠানকে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন পরিমাণে সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

এর আগে, গত মে মাসে একই শর্তে দেশের ২১১টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৩৬ হাজার ৫২০ টন সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমতি দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। ওইসব প্রতিষ্ঠানকেও আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রপ্তানির সময় দেওয়া হয়। সে হিসাবে দুই দফায় মোট ২৭৮টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪৫ হাজার ৩২০ টন সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই শেষে প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি-২ শাখা থেকে গত ১৪ জুলাই এ-সংক্রান্ত একটি নির্দেশ জারি করা হয়।

অনুমোদিত ৬৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এককভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ চাল রপ্তানির অনুমোদন পেয়েছে সিটি অটো রাইস অ্যান্ড ডাল মিলস। প্রতিষ্ঠানটি ৫০০ টন চাল রপ্তানি করবে। এলিন ফুড প্রোডাক্টস ৪০০ টন ও খান অ্যাগ্রো অ্যান্ড ফ্রোজেন ফুড প্রসেসর ৩০০ টন। তালিকায় থাকা বাকি প্রতিষ্ঠানকে ১০০ থেকে ২০০ টন পর্যন্ত চাল রপ্তানির সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কঠোর ১০টি শর্ত আরোপ করেছে। রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ এর বিধি-বিধান অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে, এই অনুমতির মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে, শুল্ক কর্তৃপক্ষ রপ্তানিযোগ্য পণ্যের যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিশ্চিত করবে,

> মাস খানেক আগে দাম বাড়িয়ে কেজিপ্রতি চিনিগুঁড়া চালের দাম ১৮৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়, এখন আরও বাড়িয়ে ২১০ টাকা করা হয়েছে। সুতরাং ব্যবসায়ীরা দাম বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন অজুহাত খোঁজে। রপ্তানিটা তাদের একটি অজুহাত
>
> **এ এইচ এম শফিকুজ্জামান**
> *সভাপতি, ক্যাব*

প্রতি চালানের জাহাজীকরণ শেষে রপ্তানি-সংক্রান্ত সব কাগজপত্র মন্ত্রণালয়কে পাঠাতে হবে, ভবিষ্যতে আবেদনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অনুমোদিত পরিমাণের প্রকৃত রপ্তানি তথ্য ও প্রমাণ দাখিল করতে হবে, অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে বেশি চাল রপ্তানি করা যাবে না, প্রতি কেজি চালের সর্বনিম্ন রপ্তানি মূল্য (এফওবি) হবে ১ দশমিক ৬ মার্কিন ডলার, এ অনুমতি হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং কোনোভাবেই সাব কন্টাক দিতে পারবে না, সরকার প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই রপ্তানি অনুমতি বাতিল করতে পারবে এবং রপ্তানিকারককে অবশ্যই পিআরসি দাখিল করতে হবে।

গত ২৬ এপ্রিল এ বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় একটি সুপারিশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আবেদনের কাছ থেকে আবেদনও আসে। অনুমতি দেওয়ার এ তথ্য জানিয়ে মন্ত্রণালয় সম্প্রতি প্রধান আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

শর্ত অনুযায়ী সুগন্ধি চালের সর্বনিম্ন রপ্তানি মূল্য (এফওবি) প্রতি কেজিতে ১ দশমিক ৬ মার্কিন ডলারের কম হতে পারবে না। প্রতি ডলার ১২৪ টাকা ধরে হিসাব করলে বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রতি কেজি চালের রপ্তানি মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ২০০ টাকা। দেশে বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি চাল উৎপাদন হলেও সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় চিনিগুঁড়া চাল। এসব চালের বড় ক্রেতা প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

ব্যবসায়ীরা জানান, কয়েক মাস আগেও পাইকারি বাজারে বস্তাপ্রতি (৫০ কেজি) সবচেয়ে বেশি বিক্রীত সুগন্ধি চাল চিনিগুঁড়ার (ভালো মানের) সর্বনিম্ন দাম ছিল ৫ হাজার ৫০০ টাকা। এক মাস আগেও একই মানের চিনি গুঁড়া চালের দাম ছিল ৭ হাজার ৫০০ টাকা। এরই মধ্যে দাম বেড়ে ৯ হাজার ৪০০ টাকায় উঠে গেছে। অর্থাৎ এক মাসে চিনিগুঁড়া চালের দাম বেড়েছে ১ হাজার ৯০০ টাকা, দুই মাসে দাম বেড়েছে ৩ হাজার ৯০০ টাকা। দুই মাসে দেশের পাইকারি বাজারে চিনিগুঁড়া চালের কেজিপ্রতি দাম বেড়েছে প্রায় ৭৮ টাকা।

খুচরায় বর্তমানে খোলা চিনিগুঁড়া চাল বিক্রি হচ্ছে ১৯০ থেকে ২১০ টাকা কেজি। এক মাস আগেও এই চালের দাম ছিল ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা। দুই মাস আগে ১৩৫ থেকে ১৫০ টাকা কেজি ছিল। বাসমতি চাল বিক্রি হচ্ছে প্রতিকেজি ৩২০ থেকে ৩৫০ টাকায়, যা এক মাস আগেও কেজিপ্রতি ৫০ টাকা কম ছিল। এ বিষয়ে বাণিজ্য সচিব মো. আতাউর রহমান খানের মোবাইলে কয়েক দফা কল দিলেও তিনি ধরেননি। এসএমএস দিলেও কোনো উত্তর আসেনি।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও কনজ্যুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) সভাপতি এ এইচ এম শফিকুজ্জামান কালবেলাকে বলেন, মাস খানেক আগে দাম বাড়িয়ে কেজিপ্রতি চিনিগুঁড়া চালের দাম ১৮৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়, এখন আরও বাড়িয়ে ২১০ টাকা করা হয়েছে। সুতরাং ব্যবসায়ীরা দাম বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন অজুহাত খোঁজে। রপ্তানিটা তাদের একটি অজুহাত।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১০ থেকে ২০ লাখ টন সুগন্ধি চাল উৎপাদিত হয়। রপ্তানি নীতি আদেশ অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে সব সময়ই চাল রপ্তানি নিষিদ্ধ, তবে সরকারের অনুমতি নিয়ে সুগন্ধি চাল রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। সরকার প্রতি বছরই রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমোদন দিয়ে থাকে।

গত বছর দেশের ১৩৩টি প্রতিষ্ঠানকে সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমতি দিয়েছিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এসব প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৮ হাজার ১৫০ টন চাল রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়, পরে তা বাড়িয়ে ৩১ ডিসেম্বর করা হয়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯-২০ অর্থবছরে সুগন্ধি চাল রপ্তানি করে ২৮ লাখ ৮০ হাজার ডলার আয় হয়েছিল। পরের বছর ২০২০-২১ অর্থবছরে তা কমে দাঁড়ায় ২০ লাখ ৬০ হাজার ডলারে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এই আয় আরও কমে ১০ লাখ ৭০ হাজার ডলারে নেমে আসে। এরপর ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকার সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমতি স্থগিত রাখে।

সমকাল

28 JUL 2026

# চায়না ইকোনমিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন হবে অর্থনীতির নতুন ভিত্তি

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো ও আনোয়ারা সংবাদদাতা

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে আনোয়ারায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে চায়না ইকোনমিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন (সিইআইজেড)। সরকার, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং চীনের বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত এই শিল্পাঞ্চলকে দেশের বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ, শিল্পায়ন ও রপ্তানিমুখী অর্থনীতির নতুন ভিত্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করা হয়। এ সময় সাবলিজ চুক্তি সই, সিইআইজেডের স্লোগান উন্মোচন, ওয়ান-স্টপ সার্ভিস চালু, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন ছিল। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, এমপি, চীনা রাষ্ট্রদূত, চীনা ব্যবসায়ী, বিডা, চট্টগ্রাম চেম্বার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ী নেতা ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

**প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অগ্রাধিকারই বিনিয়োগ**

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বিনিয়োগ বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারের কেন্দ্রবিন্দু। একই সঙ্গে চায়না ইকোনমিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে অবকাঠামোগত সবকিছু হিসাব করলে এক বিলিয়ন ডলারের ওপরে বিনিয়োগ হবে। অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী একটি বিষয়কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন– প্রথমত বিনিয়োগ, দ্বিতীয়ত বিনিয়োগ এবং তৃতীয়তও বিনিয়োগ। কারণ বিনিয়োগই দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে উন্নীত করার লক্ষ্যে সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি হবে।

তিনি বলেন, এখানে এক লাখের বেশি লোক চাকরি করবে। ৫০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আমি যদি অবকাঠামোগত সবকিছু নিই তাহলে এখানে এক বিলিয়ন ডলারের ওপরে বিনিয়োগ হবে।

### আনোয়ারায় যাত্রা শুরু

- এক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান হবে লাখো মানুষের
- ১৮ মাসে প্রথম কারখানায় উৎপাদনের লক্ষ্য
- চট্টগ্রামে স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার গড়ে তুলতে চীনকে প্রস্তাব

অনুষ্ঠানে চীনা উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। একই সঙ্গে তিনি চীনের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বা আনোয়ারায় একটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন।

**বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে সরকার**

বিশেষ অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশে বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রকল্পের প্রতিটি ধাপে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। আইনশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করবে সরকার। বাংলাদেশ ব্যবসার জন্য উন্মুক্ত এবং আমরা সত্যিকার অর্থেই ব্যবসা করতে প্রস্তুত।

**১৮ মাসের মধ্যেই উৎপাদনে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ**

অনুষ্ঠানের অন্যতম আলোচিত ঘোষণা আসে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুনের বক্তব্যে। তিনি বলেন, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরের সময় প্রকল্পের ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, প্রকল্পটি চালু হতে কত সময় লাগবে। প্রথমে তিন থেকে পাঁচ বছরের সময়সীমা উল্লেখ করা হলেও প্রধানমন্ত্রী ১৮ মাসের মধ্যে প্রথম কারখানায় উৎপাদন দেখতে চাওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে, ১৮ মাসের মধ্যেই প্রথম কারখানা উৎপাদনে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

**ফল ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প**

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন অনুষ্ঠানে চায়না ইকোনমিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনকে একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ২০১৪ সালে এ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের বাংলাদেশ সফরের সময় সংশ্লিষ্ট চুক্তি সই হয়। পরে ২০২২ সালে সমঝোতা স্মারক সইয়ের মাধ্যমে প্রকল্পটি আরও এগিয়ে যায়। বর্তমান ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে এক দশকের বেশি সময়ের প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সম্পন্ন হলো।

**রপ্তানি বাণিজ্যের নতুন কেন্দ্রবিন্দু**

অনুষ্ঠানে ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন বলেন, বাংলাদেশ-চীনের দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় এই প্রকল্প দেশের আধুনিক শিল্পায়নের নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে।

চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মোহাম্মদ আমিরুল হক বলেন, দেশের শিল্পায়ন ও বাণিজ্যে চট্টগ্রামকে বাদ দিয়ে উন্নয়নের কথা কল্পনা করা যায় না। আনোয়ারার এই প্রকল্প কেবল একটি সূচনা। চায়না রোড অ্যান্ড ব্রিজ করপোরেশনের (সিআরবিসি) প্রেসিডেন্ট ওয়াং বেনকিয়ান বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থানে রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উদ্যোক্তারা এই শিল্পাঞ্চলে বিনিয়োগ করতে পারেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

28 JUL 2026

# Challenges RMG to face in US market

The US government declared that it would impose a new tariff of 10 per cent on Bangladesh, as it found that Bangladesh had failed to reduce forced labour in RMG production. After the implementation of the new tariff, the total tariff will be 25.62 per cent. Apart from Bangladesh, 59 other countries will also face the implementation of the new tariff.

Although this will be a challenge for Bangladesh because Bangladesh captured the largest market share in the USA in the RMG sector, the peers of Bangladesh in the US market will also be imposed commensurate tariffs, and the average tariff on them will be be an advantage for Bangladesh to keep its position strong.

By the implementation of the new tariff, the profit margin will definitely be reduced since the buyers may be stricter in their buying prices. So, the export volume may increase, but the profitability required for survival will be a challenge. The same facts will remain for the other competitors as well. They will definitely take steps to retain their position by reducing production costs. Bangladesh's most vital challenge is to cover the COGS in order to ensure profitability.

Recently, the RMG sector sought some privileges from the government to overcome the ongoing obstacles, such as utility deficiencies, a reduction in borrowing interest rates, refinance schemes, incentives, and so on.

To help the industry survive, the Bangladesh government has also taken several positive initiatives. However, proper supervision and effective management will be the top priorities to overcome these drawbacks.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

The Financial Express
28 JUL 2026

# Apparel sector battles gas crunch, weak EU demand

JASIM UDDIN

Bangladesh's apparel manufacturers are increasingly worried about their survival as an acute gas shortage, frequent power outages, weakening demand from the European Union (EU), and persistent price pressure from buyers continue to erode their competitiveness and squeeze profit margins.

Industry leaders say the prolonged energy crisis has sharply increased production costs, while slowing orders from the country's largest export market have further worsened the situation.

Managing Director of Softex Sweater Industries Md Rezwan Selim tells The Financial Express that his factory, like many others, has been experiencing severe gas shortages, while load-shedding occurs three to four times a day, forcing manufacturers to rely heavily on diesel generators.

"Our factory spends nearly Tk 50,000 a day on diesel because of frequent power outages. At the same time, we pay a monthly gas bill of around Tk 1.2 million despite receiving almost no supply," he says.

He says the industry's difficulties have been compounded by sluggish demand in the EU, where consumers and businesses are grappling with economic uncertainties amid multiple global conflicts.

"The EU market is weakening as European economies are also under pressure from several ongoing wars. As a result, our export orders are declining almost every month," he notes.

He says Bangladesh's apparel exports currently stand at around $35 billion, but exporters are surprised to see the government has set an export target of $44 billion for the sector for this fiscal year.

"We are surprised that such ambitious targets are being set when factories are not receiving adequate gas and electricity. Without ensuring uninterrupted energy supply, it will be extremely difficult to achieve higher export growth," he adds.

Selim says businesses expected an improvement after the government assured them of increased gas supply, but the situation has yet to improve.

Despite the challenges, he expresses cautious optimism about the US market, saying stronger economic activities surrounding the 2026 FIFA World Cup could support consumer spending and apparel demand.

Seeking anonymity, a leading apparel exporter based in Narayanganj says the ongoing gas crisis has forced the factory to purchase between 7,000 and 10,000 cubic metres of Liquefied Petroleum Gas (LPG) every day, depending on production requirements.

"Earlier, we used electricity supplied by the Bangladesh Rural Electrification Board alongside gas-based captive power. Now, we rely almost entirely on LPG to keep our operations running," he says.

According to the exporter, around 35 per cent of the factory's captive power generation now depends on LPG to maintain uninterrupted production and meet buyers' delivery schedules.

"The shift to LPG has significantly increased our operating costs and reduced our competitiveness in the global market."

Industry insiders warn that unless gas and electricity supply improves quickly and global demand recovers, many export-oriented manufacturers may struggle to remain financially viable in the coming months.

Former Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) president Faruque Hassan tells The Financial Express that virtually every factory is struggling with an acute gas shortage as pipeline pressure has dropped sharply.

"Factories operating boilers, particularly for dyeing and finishing, are facing the worst situation," he says.

Questioning the government's ambitious export target for the current fiscal year, he says, "When utility supply remains inadequate, how can the government expect the sector to achieve a 15 per cent growth?"

I SEE PAGE 19

## CLOTHING SECTOR IN TROUBLE

### KEY PRESSURES

- Acute gas shortage
- Frequent load-shedding
- Weak EU demand
- Price cut by buyers

### COST SHOCK EXAMPLE

- Diesel: Tk 50,000/day
- Gas bill: Tk 1.2m/month (near-zero supply)

### CONSEQUENCES

- Boilers remain idle
- Production lines stopped for 5-10 days
- CNG crackdown blocks emergency fuel

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

FROM PAGE 16

He says the global demand for apparel remained weak last year and Bangladesh, according to global trade data, has already lost its position as the world's second-largest apparel exporter to Vietnam during the January-May period of this year.

"Order inflows have slowed significantly, while buyers are forcing exporters to accept lower prices. Under these circumstances, achieving such a high growth target will be extremely challenging," he says.

Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) President Mohammad Hatem says the prolonged gas crisis has severely disrupted industrial production, with many factories receiving no gas for the past five days and some production lines remaining idle for around 10 days.

Exporters are also facing banking-related constraints and the impacts of US tariff measures, he adds.

"The government must urgently resolve the gas crisis, improve banking support, and address external trade challenges. Without tackling these issues, the industry's survival will become increasingly difficult. However, stronger growth is still achievable if gas and electricity supply improves significantly."

He also says Bangladeshi exporters are facing increasingly uneven competition in global markets.

"Bangladesh is gradually losing its market share in the EU, while India and Vietnam are strengthening their positions after securing free trade agreements with the bloc," he says.

Hatem alleges that buyers are taking advantage of weak demand by pushing exporters to accept lower prices.

"Last year, we exported a T-shirt to a European buyer at $1.55. The same buyer is now offering five cents less for the identical product despite higher production costs," he says.

"This is an extremely challenging period. Many businesses may not survive unless the situation improves substantially and the government extends adequate policy support."

Meanwhile, Titas Gas Transmission and Distribution has directed all CNG filling stations under its jurisdiction to immediately stop selling or supplying natural gas into unauthorised open cylinders or cascade cylinders transported by covered vans and trucks instead of motor vehicles.

The state-owned gas distributor warns that any station found violating the directive would face a suspension of gas supply, along with other legal action.

The directive was issued in a letter sent on Sunday by Titas' Tangail zonal sales office to the managing directors or owners of 21 CNG refuelling stations in the Tangail and Gazipur regions.

According to the letter, compressed natural gas (CNG) is supplied exclusively as fuel for motor vehicles. However, Titas recently found that some filling stations were supplying gas to unauthorised open cylinders and cascade cylinders carried by covered vans and trucks instead of dispensing it to vehicles.

The company said such practices violated the Bangladesh Gas Act 2010 and the Gas Marketing Rules 2026, posing serious safety risks.

It also said a joint monitoring team had been formed to conduct regular inspections of filling stations.

Titas sought the cooperation of CNG station operators in ensuring compliance with the regulations and maintaining safe and uninterrupted customer service.

However, officials of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) have expressed concern over the directive, saying its implementation could force many industrial units to suspend production.

They say whenever pipeline gas supply is disrupted, factory owners purchase CNG - often at nearly double the normal price - from areas where it is available to keep their boilers running.

In the wake of Titas' directive, however, industries are no longer able to procure CNG from any source.

As a result, boilers at many factories located in low-pressure areas have already been shut down, they say.

An entrepreneur from Rupganj says the area is also experiencing seven to eight hours of load-shedding every day, further disrupting production.

According to BTMA sources, the crisis is particularly severe in the Rupganj industrial belt, where a majority of factories are facing production disruptions.

The association says government intervention is urgently needed to resolve the situation.

BTMA representatives are scheduled to meet the minister for power, energy and mineral resources today (Tuesday) to discuss the crisis.

*newsmanjasi@gmail.com*